আকাশছোঁয়া মূর্তি ও পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা

একের পাতার পর

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নীতি কিংবা আদর্শের প্রতি বিজেপি-আরএসএস কিংবা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক কোনও আগ্রহ জন্ম নিয়েছে? বিজেপির অভিভাবক আরএসএসের ইতিহাস বলে, তারা সবসময় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলেছে। তা হলে এমনকী ঘটল যে হঠাৎ আরএসএসের অনুগত সেবক নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের ভক্ত হয়ে উঠলেন? প্যাটেলের মূর্তি উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এটিকে 'ঐক্যের প্রতিমূর্তি' বলে ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "ভারতকে এক করার জন্য সর্দার প্যাটেলের বড় ভূমিকা ছিল। তাঁর মূর্তিও সব ভারতীয়ের কাছে গর্বের। এ নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।" বিজেপি নেতারাই বলতে পারবেন, কত কোটি ভারতবাসী সর্দার প্যাটেলের ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাঁর এমন বিশাল মূর্তি বসানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন! অন্তত কোটি কোটি যুবক, যারা একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে, কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কিংবা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণজর্জরিত কোটি কোটি চাষি যে তাঁর কাছে এমন উদ্ভট দাবি নিয়ে হাজির হননি তা নিশ্চয়ই হলফ করে বলা যায়।

তা হলে কোন প্রয়োজন মেটাতে বিজেপির এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন? প্রয়োজন বিজেপির দুটো। প্রথম হল, বিজেপি এবং তার পূর্বসূরি জনসংঘ, আরএসএসের ইতিহাসের ভাণ্ডারে এমন একজনও নেতা নেই যাঁকে সারা দেশের মানুষের সামনে তাঁরা আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে পারেন। এটা তাদের নীতি ও আদর্শের দেউলিয়াপনারই নজির। এই গুরুতর অভাবটি যে বিজেপি নেতাদেরও মাথাব্যথার কারণ তা তাঁদের 'আইকন' খোঁজার মরিয়া প্রচেষ্টা থেকেই স্পষ্ট। কিন্তু এমন অভাবের কারণটি কী? কারণ, দেশের মানুষ যাঁদের নেতা বলে, মনীষী বলে, স্মরণীয় বলে মনে করে তাঁরা প্রত্যেকে হয় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের জমাট অন্ধকারের মধ্যে নবজাগরণের আলো এনেছিলেন, কিংবা দেশকে স্বাধীন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মুশকিল হল, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী হওয়ায় বিজেপির পূর্বসূরি আরএসএস কিংবা জনসংঘের নেতারা এই আন্দোলনে যোগ দেননি, বরং বিরোধিতাই করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরিবর্তে এই দলগুলির নেতারা চেয়েছিলেন হিন্দুত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করতে। ফলে দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করার মতো সর্বজনমান্য কোনও নেতাই আরএসএস-জনসংঘে গড়ে ওঠেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনসভায় গলা কাঁপিয়ে যতই সাধারণ মানুষকে 'মিত্রো' বলে সম্বোধন করুন, দেশের মানুষ যে আদৌ তাঁকে মিত্র মনে করে না তা বিজেপি নেতারা খুব ভাল জানেন। তাঁদের নেতা গোলওয়ালকর, হেডগেওয়ার এমনকী দীনদয়াল উপাধ্যায়কেও তাঁরা দেশের মানুষের সামনে নানা কায়দায় বহু আড়ম্বরে বারে বারে উপস্থিত করে দেখেছেন, মানুষ তাঁদের গ্রহণ করেনি। গান্ধীজি কংগ্রেসের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং গান্ধী-হত্যার সাথে আরএসএস এমন সরাসরি যুক্ত যে তাঁকে বিজেপির নেতা বলে চিহ্নিত করা অসম্ভব।

এই দৈত্যাকার মূর্তি বসানোর পিছনে বিজেপির উদ্দেশ্য জাঁকজমকে মানুষের চোখকে এমন করে ধাঁধিয়ে দেওয়া যাতে মানুষ বিজেপির অপশাসনের যন্ত্রণা ভুলে যায় এবং একে বিজেপির এক মহান কীর্তি বলে মনে করে। কিন্তু জীবন-যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা দেশের কোটি কোটি মানুষ কিছুতেই শুধু বিশাল মূর্তি দেখে তাঁদের জীবনের দুঃখ-কষ্টকে ভুলে যেতে পারে না। মূর্তি স্থাপন করতে যে ২২টি গ্রাম থেকে আদিবাসী দলিতদের কোনও ক্ষতিপূরণ কিংবা পুনর্বাসন না করেই উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং পুলিশ দিয়ে তাঁদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হয়েছে, তাঁরা কীভাবে শুধুমাত্র দীর্ঘ মূর্তি দেখেই দেশের সাথে নিজেদের একাত্ম অনুভব করবেন? তাঁরা কী করে এটা মেনে নেবেন যে, সর্দার সরোবর প্রকল্পে সেচখাল তৈরির ও পুনর্বাসনের কয়েকশো কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় মূর্তি এলাকায় পর্যটক আকর্ষণ করতে গল্ফ কোর্স, পাঁচ তারা হোটেল, বোটিংয়ের জন্য লেক তৈরি, বিলাসবহুল তাঁবুর ব্যবস্থা করতে নয়ছয় করা হবে। যে গরিব প্রান্তিক কৃষকদের চাষের কাজে বাঁধের জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার পরিবর্তে বোটিংয়ের জন্য সেই জল ব্যবহারকে কী করে তারা মেনে নেবে!

গ্যাস-কেরোসিন সহ প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন বেকারি, হাজারে হাজারে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, ক্রমাগত বেড়ে চলা নারী নির্যাতন, অপরদিকে পুঁজিপতিদের দেশের সম্পদের অবাধ লুটপাঠ, ব্যাপক দুর্নীতি এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের অকল্পনীয় ভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দেশের মানুষ কী করে ভুলে যাবে! প্রধানমন্ত্রী দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাতারাতি নোট বাতিল ঘোষণা করে যেভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেললেন, যেভাবে জিএসটি ঘোষণা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার সর্বনাশ ডেকে আনলেন তা তারা কি শুধু মূর্তি দেখে ভুলে যেতে পারে! দেশের কোটি কোটি শিক্ষা-চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষ কী করে ভুলে যাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অতুল কীর্তিস্থাপনের জন্য যে অঢেল খরচ সরকারি কোষাগার থেকে করলেন তাতে অসংখ্য স্কুল হাসপাতাল নির্মাণ করা যেত, গৃহহীনদের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করা যেত, হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক এবং ওষুধের বরাদ্দ বাড়ানো যেত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা যতই এই দীর্ঘতম মূর্তিকে তাঁদের অতুল কীর্তি হিসাবে উপস্থিত করতে চান, দেশের শোষিত নিপীড়িত শ্রমিক কৃষক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ লক্ষ করা যায়নি। বরং বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির কুফল তাদের জীবনে মারাত্মক সর্বনাশ হিসাবে নেমে এসেছে, যা তারা অন্য কোনও কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তাদের ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জনমনে পুঞ্জীভূত এই পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভকে বিজেপি নেতারা দীর্ঘতম মূর্তি দিয়ে ঢাকতে পারবেন না।

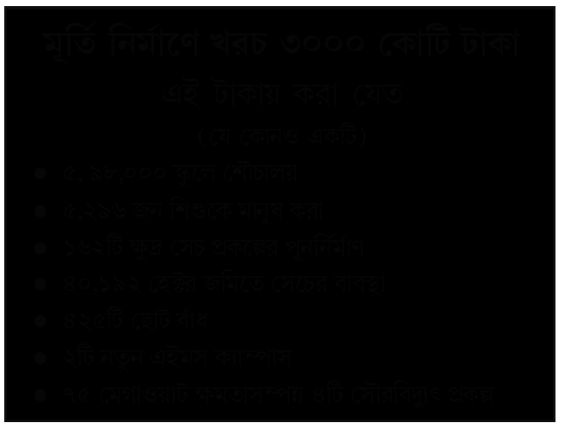

সহায়ক মূল্যের দাবিতে কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ৩ অক্টোবর নবান্নে কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ২০১৫-'১৬ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিমার প্রাপ্য থেকে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বেআইনিভাবে ৩ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিচ্ছে। মন্ত্রীকে তা বন্ধের দাবি জানানো হয়। অবিলম্বে উক্ত টাকা ফেরত এবং সমবায়গুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ধান-পাট-আলুর সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি যথাক্রমে ২০০০, ৬০০০ এবং ৮০০ টাকা ঘোষণা করা, ন্যূনতম ৩ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, এনরেগা প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ এবং দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি, এনরেগা প্রকল্পে গরিব-নিম্ন ও মধ্য চাষির কৃষিকাজ অন্তর্ভুক্ত করা, প্রতি ব্লকে হিমঘর এবং সকল প্রান্তিক চাষি ও খেতমজুরকে পেনশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন দিলীপ কুণ্ডু, উৎপল প্রধান, নারায়ণচন্দ্র নায়ক প্রমুখ। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

জীবনাবসান

আসামের প্রবীণ কমরেড শরদিন্দু বিশ্বাস ১৩ অক্টোবর দীর্ঘ রোগভোগের পর গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা হাসপাতালে ছুটে যান। বিকেল ৩ টায় এস ইউ সি আই (সি) দলের গুয়াহাটি অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয় এবং দলের কর্মীরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, দলীয় রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। দলের পলিটব্যুরো সদস্য, প্রখ্যাত জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যার্পণ করা হয়। তারপর দলের রাজ্য সম্পাদক সহ রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

১৯৬৯ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচালনায় গুয়াহাটির নবীন বরদলৈ হলে যে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আসামে দল গড়ে তোলার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে আসাম গ্লাস ফ্যাক্টরিতে বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৮৮ সালে পার্টির প্রথম রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

পরবর্তী পর্যায়ে পারিবারিক সমস্যা সহ আরও কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য তিনি দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দলের আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অবিচল ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন প্রকৃত দরদিকে হারাল।

কমরেড শরদিন্দু বিশ্বাস লাল সেলাম

বীরভূমের মুরারই আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অতুল কোনাই দীর্ঘ রোগভোগের পর ১১ অক্টোবর ৭১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পার্টি পরিবারে জন্ম কমরেড অতুল কোনাই '৬০-এর দশকের গোড়ায় কনকপুর গ্রামে তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। পরবর্তী সময়েও মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কংগ্রেসি জোতদারদের নৃশংস আক্রমণের শিকার হন। জোতদারদের ভয়ে গ্রামে তাঁকে কেউ কাজ দিত না, কিন্তু কঠোর দারিদ্র, ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার উপেক্ষা করে গরিব মানুষদের সংগঠিত করে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অভাব-দারিদ্র তাঁর কাছে হার মেনেছে। স্ত্রী-সন্তানদেরও দলের কাজে যুক্ত করেছেন। প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও যে কোনও অংশের মানুষের কাছে সহজ উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে পার্টির রাজনীতিকে তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট।

২৮ অক্টোবর কনকপুর গ্রামে কয়েকশো মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড মঙ্গল হেমব্রমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে কনকপুর গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াত জননেতা কমরেড জিয়াদ আলি বকসির ভূমিকা তুলে ধরে দেখান— কমরেড অতুল কোনাই সেই আন্দোলনের সৃষ্টি। কমরেড জিয়াদ আলি বকসির বিপ্লবী চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় দীক্ষিত হন। তিনি বলেন, তাঁর পরবর্তী যুগের কর্মীদের এই চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সভায় জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক ও লোকাল সম্পাদক কমরেড গোলাম মুজতোবা বক্তব্য রাখেন।

কমরেড অতুল কোনাই লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

১০০ দিনের কাজ চাওয়ার অপরাধে হলদিবাড়িতে পুলিশের লাঠি

৩১ অক্টোবর কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে জবকার্ড হোল্ডার মজদুর সমিতির নেতৃত্বে শত শত মহিলা বিডিও অফিসে তাঁদের দাবি নিয়ে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে তাঁরা বারবার পঞ্চায়েত অফিসে কাজের আবেদন করে কাজ না পাওয়ায়, বিডিও অফিসে এসে আবেদন করেন। সেখান থেকেও কাজ না পেয়ে তাঁরা বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কোনওটি তাঁদের দেওয়া না হলে এদিন তাঁরা বিডিও-র সাথে দেখা করতে যান, বিডিও সাক্ষাৎ না করে পুলিশ ডাকেন। পুরুষ পুলিশ মহিলাদের মারধর ও টানাহেঁচড়া করে প্রায় ২০০ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে।

সারের মূল্যবৃদ্ধি রদ ও কৃষিঋণ মকুব চাই
বিক্ষোভ ও অবরোধে এআইকেকেএমএস

ডিজেলের মতো সারের দাম নতুন করে ভয়াবহ মাত্রায় বেড়েছে। ১২ টাকা কেজি দরের পটাশ সার খোলা বাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে ২২ টাকা কেজিতে। একই রকমভাবে ১০ঃ২৬ঃ২৬ সহ নানা ধরনের সারের দাম বেড়েছে। চাষিরা আতঙ্কিত। এরই ধাক্কায় চাষের খরচ আরও বাড়বে। বাড়বে চাষে লোকসান। দেশজুড়ে বাড়বে কৃষক আত্মহত্যা। বাস্তবে নতুন করে সারের দাম বাড়িয়ে বিজেপি সরকার দেশের আপামর চাষি পরিবারগুলির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় কৃষকদের সংগঠিত করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনও পথ খোলা নেই। অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সমিতির পক্ষ থেকে ২৯ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায় কৃষক বিক্ষোভ ও অবরোধ করা হয়। এই আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী ও জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন দেবনাথ।

বন্যার্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াল ছাত্রসমাজ

চারের পাতার পর

অন্তত পক্ষে একটি খাতা ও একটি কলম দিয়ে বন্যার্ত কেরালার ভাইবোনদের পাশে দাঁড়ানোর। এই অভিনব কর্মসূচিতে সাড়া পাওয়া যায় বিপুল। ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার ঘটনা ছিল অসংখ্য।

"একটি কলম একটি খাতা আর আমাদের মানবতা"— আবেদনটি নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের ক্লাস এইটের ছাত্রী রাজশ্রী একক উদ্যোগে তার স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে ৬৮টি খাতা সংগ্রহ করে। দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীপাড় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই বেশ কিছু খাতা কলম সংগ্রহ করে এআইডিএসও কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। মালদার ধরনী ভুবন শশী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক প্রার্থনার লাইনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আবেদন রাখেন এবং কয়েকশো খাতা কলম সংগ্রহ করে দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধোসায় শাসক দলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রধান শিক্ষক ৫০০ খাতা, ৬১৫ টি কলম ও এক হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। নদিয়ার মাটিয়ারী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষকও একই ভূমিকা গ্রহণ করেন। পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি গার্লস কলেজের ছাত্রীরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এই কর্মসূচিতে এআইডিএসও-র পাশে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়ান। হলদিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিৎ চট্টরাজ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ৫৬ দিস্তা খাতা, ৪৮টি কলম, ১৩০০ টাকা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষের হাতে তুলে দেন। মুর্শিদাবাদের সুতিতে এই কর্মসূচির প্রভাব পড়েছে ব্যাপক।

বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দিতে এসে এই মানবিক আবেদনে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাড়া দিয়েছেন। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শারদীয়া উৎসবে এআইডিএসও আয়োজিত বুকস্টলে এসে সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের হাতে তাদের সংগৃহীত খাতা কলম তুলে দেয়। কলকাতার নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলের সহ শিক্ষিকা মৃত্তিকা বসুর আন্তরিক সহযোগিতায় স্কুলের ছাত্রীরা ৬৭টি খাতা, ৯১টি কলম ও নিজেদের হাতে তৈরি স্কুল ব্যাগ সংগঠনের স্থানীয় কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। কোচবিহারের রামভোলা স্কুলেও ছাত্রছাত্রীরা শতাধিক পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করে। সমাজের সর্বস্তরেই যে এই কর্মসূচি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, তা স্পষ্ট হল যখন এগিয়ে এলেন পরিবহণ শ্রমিকরাও, কোচবিহার জেলা থেকে ২০০০-এর বেশি পাঠসামগ্রী কলকাতায় পৌঁছে দিতে। এগিয়ে এসেছেন উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থার কর্মচারীরা, নিজেরাই বোঝা বহন করে তুলে নিয়েছেন বাসে, বিনা ভাড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন কলকাতায়। এই কর্মসূচির সময় এমন অসংখ্য অমূল্য মানবিক দৃশ্য চোখে পড়েছে রাজ্য জুড়ে। প্রায় ২০ হাজার পাঠসামগ্রী কেরালায় পাঠানো সম্ভব হয়েছে। সম্ভব করেছে এ রাজ্যের বিবেকবান মানুষ।

এ দৃশ্য আজকে আমাদের কাছে খুব পরিচিত নয়। আমরা কিশোর ক্ষুদিরামের বন্যার্ত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা জানি। গালে মাথায় সাদা চুল নিয়ে ল্যাবরেটরিতে মুখ গুঁজে থাকা বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রকে বন্যার্ত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে উতলা হতে দেখেছি। কিন্তু আজকের দিনে যেন ঘটনাগুলো কিছুটা বিরল। মনুষ্যত্বের সংকটের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই মনটাকে বাঁচিয়ে রাখাটা বড় দরকার। এই অভিজ্ঞতা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষের হাতে খাতা-পেন তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন বর্মন

এস ইউ সি আই (সি)-র
তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস
২১-২৫ নভেম্বর, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড
প্রকাশ্য সমাবেশ
২৬ নভেম্বর, জামশেদপুর, বেলা ১২টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
বক্তা ঃ কমরেড সত্যবান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

গাইঘাটায় মিড-ডে মিল কর্মীদের ডেপুটেশন

মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি, স্থায়ী সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা, পিএফ, পেনশন, বোনাস, মিড-ডে মিল প্রকল্পকে উন্নত করা সহ ১৩ দফা দাবিতে ৩০ অক্টোবর ৫ শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী গাইঘাটা ব্লকে ডেপুটেশন দেন। কমরেড ননীবালা বিশ্বাস (দাস)-এর নেতৃত্বে শেফালি দে, বাসন্তী দাস, গীতা হালদার জয়েন্ট বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড অশোক দাস।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com